নঈতালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা (Naitalim or Basic Education) ঃ

গান্ধিজি বিবেকানন্দের ন্যায় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ। গান্ধিজি তৎকালীন ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। তিনি শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী ও সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধিজির শিক্ষা সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। টলস্টয়ের সান্নিধ্যে তাঁর এই প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন—"Tolstoy Farm"। এখান থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত নূতন ধারণা বুনিয়াদি শিক্ষার সৃষ্টি।

গান্ধিজির চিন্তার পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায়। তিনি ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সংস্কারক। তিনি চেয়েছিলেন শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তুলতে। অহিংসা, সততা, সুবিচার এবং সমতার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্মবিকাশের সুযোগ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় এবং ইংরাজি শিক্ষার অত্যধিক প্রভাব ও শিক্ষায় উৎপাদনশীলতার অভাব গান্ধিজিকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি ১৯৩৭ সালে 'Wardha' পরিকল্পনায় তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রকাশ করেন। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তা Naitalim নামে খ্যাত।

গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychological Base of Basic Education) ঃ

বুনিয়াদি শিক্ষার পটভূমি ঃ

স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে 1937 সালে কংগ্রেস ভারতে সাতটি প্রদেশের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জাতীয় স্তরে, জাতীয় স্বার্থে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময় দেশবাসীর দাবি ছিল প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে সার্থক করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য মহাত্মা গান্ধি এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে। 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন।

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পুথিগত ও তাত্ত্বিক শিক্ষার দ্বারা ভারাক্রান্ত হত। অন্তরের চাহিদা বা ইচ্ছা ব্যতীত যান্ত্রিক ভাবে তারা কিছু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষাকে যদি আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগতিবিধান ও বিকাশের প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকি, তাহলে বাইরে থেকে আরোপিত শিক্ষা সঠিক নয়। শিক্ষাই হবে জীবন এবং জীবনই হবে শিক্ষা।

আমরা জানি শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় হয়ে থাকে এবং গৃহ পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গঠনমূলক মনোভাব তৈরি হয়ে যায়। সৃজনশীল কল্পনা এবং গঠনমূলক মনোভাব তাদের উৎপাদনমূলক কাজে আগ্রহী করে তোলে। গান্ধিজি তাঁর নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং শিল্পভিত্তিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। জ্ঞানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যবহার করার উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি (Economical and Social Base of Basic Education) ঃ

গান্ধিজি মনে করতেন শিক্ষা জগতের সঙ্গে কর্ম জগতের সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে উভয়ের মধ্যকার প্রাচীরকে ভাঙতে হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এটি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের মূল্যবোধ গড়ে উঠবে এবং আত্মোন্নয়ন হবে। শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে। এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে একটি ব্যাবহারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। কমিউনিটি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। অর্থনৈতিক উৎপাদনে সক্ষম ব্যক্তিদের সরবরাহে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে বিদ্যালয় ও বাস্তব জীবনের দূরত্ব দূর হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Basic Education) ঃ

(i) 7 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা।

(ii) এই স্তরে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে না, এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

(iii) শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে। বুনন বা হাতে কাটা সুতা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই, কৃষি, বাগান তৈরি, মৎস্য চাষ প্রভৃতিকে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

(iv) এই সমস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে তারা অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করবে।

(v) এখানে গান্ধিজি অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।

(vi) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিকতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(vii) যতদূর সম্ভব পাঠ্যপুস্তককে পরিহার করতে হবে।

(viii) বুনিয়াদি শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুদের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পিতা-মাতার শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাপ্তবয়স্ক, স্ত্রীলোক এবং হরিজনদের শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ix) বাহ্যিক মূল্যায়নের পরিবর্তে দৈনন্দিন কার্যাবলির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে।

(x) বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামোয় চারটি স্তর থাকবে—(ক) প্রাক-বুনিয়াদি স্তর (সাত বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত), (খ) জুনিয়র বেসিক স্তর (সাত থেকে দশ বৎসর), (গ) সিনিয়র বেসিক স্তর (এগারো থেকে চোদ্দো বৎসর), (ঘ) পোস্ট বেসিক স্তর (চোদ্দো বৎসরের পর)।

এই শিক্ষাকে কেন বুনিয়াদি বলা হয় (Why it is called Basic Education) ঃ

(ক) জাতির মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

(খ) এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও জাতির ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।

(গ) সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দণ্ডায়মান।

(ঘ) জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদে সকল ভারতবাসীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মৌলিক এবং সৃজনশীল সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত।

বুনিয়াদি শিক্ষার পরবর্তী অবস্থা (Subsequent Position of Basic Education) ঃ

যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার জন্য 1944 সালে কেন্দ্রীয় সরকার স্যার জন সার্জেন্টের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত করেন। এই কমিটি সার্জেন্ট কমিটি নামে পরিচিত। এখানে বুনিয়াদি শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া হয়।

1955 সালে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় একটি কমিটি গঠন করেন, বুনিয়াদি শিক্ষার বিকাশ কতখানি হচ্ছে তা দেখার জন্য।

এই কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি দেয়—

(i) বিভিন্ন রাজ্যে Post graduate basic college স্থাপন।

(ii) বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা।

(iii) বুনিয়াদি শিক্ষার সমস্যা ও সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন।

(iv) বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পারস্পরিক যোগাযোগ।

1964 সালে কোঠারি কমিশনেও বুনিয়াদি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কমিশনে বুনিয়াদি শিক্ষার তিনটি প্রাথমিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(i) কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ।

(ii) সমাজসেবার বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

(iii) ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠন।

এর জন্য যে পাঠক্রমের কথা বলা হয় তা হল—

(i) সাফাই এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, (ii) কৃষি, (iii) শিল্পশিক্ষা, (iv) গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ, (v) বন্যাত্রাণ এবং খরাত্রাণ ইত্যাদি সমাজসেবায় অংশগ্রহণ, (vi) বিদ্যালয়ের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ, (vii) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, (viii) বয়স্কদের সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ।

এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে NSS পরিকল্পনা রাখার কথা বলা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং Orientation-এর কথা বলা হয়।

বুনিয়াদি শিক্ষার উপযোগিতা (Utility of Basic Education) ঃ

(i) ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয়। দেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও এই পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়। Zakir Hussain Committee-র মতে "We consider the scheme of basic education to be sound in itself. It should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction." অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা স্বয়ং শক্তিশালী পরিকল্পনা। জাতির পুনর্গঠনে অত্যন্ত জরুরি এবং শক্তিশালী শিক্ষানীতির ভিত্তিতে এটি গঠিত।

(ii) অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি কার্যকারী কারণ এটি আর্থিক স্বনির্ভরতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া এই শিক্ষা-পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়তা করে।

(iii) এই ধরনের শিক্ষা গণতান্ত্রিক ও সামাজিক। এখানে শ্রেণিভেদ ও জাতিভেদ প্রথা নেই। তাই এটি জাতীয় সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(iv) এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভেদ দূরীকরণে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, এটি কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে বৌদ্ধিক কাজের দূরত্ব দূর করে এবং ধনী-দরিদ্র ও গ্রাম-শহরের দূরত্ব দূর করে।

(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সক্রিয়তাভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত।

(vi) বুনিয়াদি শিক্ষা বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে।

(vii) এটি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।

(viii) এটি আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(ix) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সৃজনাত্মক এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(x) এটি নাগরিকতার শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে।

বুনিয়াদি শিক্ষার ত্রুটি (Defects of Basic Education) ঃ

বুনিয়াদি শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তা সার্থক হতে পারেনি, কারণ এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়নি। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যর্থতার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন—

(i) এই শিক্ষা রূপায়ণে শিক্ষক, সামাজিক নেতা এবং শিক্ষা প্রশাসক সকলেরই

উদাসীনতা দেখতে পাওয়া যায় এবং আরও মনে করা হয় যে এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দেবে। শিক্ষার্থীরাও অর্থ উপায়ের যন্ত্র হয়ে উঠবে এবং শিক্ষাক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে।

(ii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় Liberal Education-কে একেবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিল্পটিও ঠিকভাবে নির্বাচিত হয়নি।

(iii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা কখনোই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে নিম্নমানের বলে মনে করত।

(iv) কিছু মানুষ মনে করত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সমাজের আধুনিকীকরণ ও দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ।

(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

(vi) এখানে যে শিল্প শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক, এর পেছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছিল না। তাছাড়া এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনার সময় তালিকা নির্মাণ করাও খুব কঠিন।

(vii) এই ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

সমালোচনা (Criticism) ঃ

গান্ধিজি তৎকালীন ভারতে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আজও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁর শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, "Education of life and through of life"। তাঁর শিক্ষানীতির অন্তরালে যে জীবন দর্শন ও সমাজ দর্শন আছে তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। 1955 সালে ভারত সরকার এক কমিশন নিয়োগ করেন বুনিয়াদি শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য। এই কমিশন শিক্ষার উন্নতির জন্য একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সমস্ত সুপারিশগুলি পরবর্তীকালে কার্যকর হয়নি। 1964 সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হল, কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলা হল না। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের Report-এর উপর ভিত্তি করে 1968-র জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু সেখানেও বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।